দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ 22 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

# ডিগ্রি কোটার শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করা প্রসঙ্গে

০৩ জুলাই ২০০৮ তারিখে চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত জনাব মাহবুবুল হক ইকবালের চিঠি পড়ে জানতে পারলাম যে, সম্প্রতি ডিগ্রি পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের কারণে সংশ্লিষ্ট কলেজের ডিগ্রি কোটার শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। চিঠিটি পড়ে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে বিধায় এ চিঠির অবতারণা।

ক) ডিগ্রি কলেজসমূহে ডিগ্রি ক্লাসে শুধুমাত্র তথাকথিত ডিগ্রি কোটার শিক্ষকরাই পাঠদান করেন না, উচ্চ মাধ্যমিক শাখার শিক্ষকরাও পাঠদান করেন। একইভাবে ডিগ্রি কোটার শিক্ষকগণও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠদান করেন। ফলে ফলাফলের দায় উভয় শিক্ষকেরই হবার কথা। খারাপ ফলাফলের দায় শুধু ডিগ্রি কোটার শিক্ষকের উপর বর্তাবে কেন?

খ) বেসরকারি ডিগ্রি কলেজসমূহে উপাধ্যক্ষ পদ থাকায় উপাধ্যক্ষকেও এ নিয়মের আওতায় এনে বেতন বন্ধ করা হয়েছে। অথচ ডিগ্রি শাখার ভর্তি ও অন্যান্য যাবতীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অধ্যক্ষের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাহলে ডিগ্রির খারাপ ফলাফলের দায় শুধু উপাধ্যক্ষের কেন? অধ্যক্ষও এ দায় এড়াতে পারেন না।

গ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগপত্রে ডিগ্রি /উচ্চ মাধ্যমিক কোন শাখার উল্লেখ থাকে না বিধায় ডিগ্রি শিক্ষক চিহ্নিত করাও আইনগত জটিল বিষয়।

ঘ) বেসরকারি কলেজে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনুপাত প্রথা চালু থাকায় ডিগ্রি শাখায় শিক্ষক নিয়োগের ফলে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আনুপাতিকহারে পদোন্নতির সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই ডিগ্রি শাখার শিক্ষকের বেতন বন্ধ হলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি বাতিল হয়ে পূর্বতন পদে অর্থাৎ প্রভাষক পদে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না।

ঙ) সম্প্রতি চালুকৃত ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী (ডিগ্রি বা উচ্চ মাধ্যমিক যাই হোক) প্রতি বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী বাদে) ১ জনের বেশী শিক্ষক নিয়োগের বিধান নেই। ফলে অধিকাংশ কলেজে যাদের প্রতি বিষয়ে ২ জন শিক্ষক ছিল কিন্তু বর্তমানে অবসর, বদলী বা অন্য কোন কারণে ১টি পদ শূন্য হলেও ২য় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ১ জন শিক্ষককেই ডিগ্রি ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় পাঠদান করতে হচ্ছে। যদি ঐ প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নেবেন? সংশ্লিষ্ট শিক্ষক যদি ডিগ্রি কোটায় নিয়োগের কারণে বেতন বন্ধের সিদ্ধান্তে পড়েন তাহলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদান কে করবেন?

ডিগ্রি শাখা কলেজের বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয়। তাই বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরী।

মো. আনোয়ারুল আজীম
*৩৩৮ শালিরপাড়া, নরসিংদী ১৬০০*